দৈনিক সংবাদ

66

তারিখ ... MAR 1 6 2000 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

খাতা মূল্যায়নের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

১৯৯৯ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা গত ডিসেম্বরে হয়ে গেল। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়িত হয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। এ বছর জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়গুলো হলো ঃ ১। বাংলা-১০০, ২। ইংরেজি-১০০, ৩। গণিত-১০০, ৪। ক) সমাজ বিজ্ঞান-৫০, খ) সাধারণ বিজ্ঞান-৫০ নম্বর। ১০০ নম্বরের খাতা মূল্যায়নের জন্য প্রায় ১৫ বছর যাবৎ প্রতিটি পূর্ণপত্র ৩ (তিন) টাকা এবং অর্ধপত্র ১.৫০ টাকা হিসেবে পারিশ্রমিক দিয়ে আসছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রতি বছর খাতা গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষক শিক্ষকগণ খাতা মূল্যায়নের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার জন্য দাবি তুলে আসছেন। কিন্তু এ দাবি প্রতিবছরই অগ্রাহ্য হচ্ছে।

গত ১১-০৮-১৯৯৯ইং বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সভাকক্ষে অধ্যাপিকা নাইয়ার সুলতানার সভাপতিত্বে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ০৩ এস/২টিএম/৯৬/৪৭৫৩/১৪ নং স্মারক-এর সিদ্ধান্ত-৫ অনুচ্ছেদে বলা আছে ঃ "পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য পরীক্ষার্থী শিক্ষু পূর্ববর্তী ২৫/- টাকার স্থলে ১০০/- টাকা পরীক্ষা ফিস ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরীক্ষার ফিস নিম্নবর্ণিত হারে ব্যয় করা হবে।

ক) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ঃ প্রতি পূর্ণপত্র ৩০০/-×২ জন

খ) প্রশ্নপত্র পরিশোধন ঃ প্রতিটি পূর্ণপত্র ২০০/-
এবং প্রতিটি অর্ধপত্র-১৫০/-

গ) প্রশ্নপত্র অনুবাদ ঃ প্রতিটি পত্র ২০০/-

ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন ঃ প্রতি ছাত্র পূর্ণপত্র ৮/- অর্ধপত্র ৫/-
টেবুলেশন-প্রতি ছাত্র ৩/-

চ) প্রধান পরীক্ষক-১০%

জ) নিরীক্ষণ প্রতি ছাত্র ১/-

ঝ) আনুষঙ্গিক খরচ (প্যাকিং ডাকখরচ ইত্যাদিসহ) প্রতি ছাত্র ৮/-

ঞ) প্রশ্নপত্র ছাপানো ঃ প্রতি ছাত্র ১০/-।"

মহাপরিচালকের স্বাক্ষরিত কপি বাংলাদেশের শিক্ষা অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে আছে। কিন্তু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন আগে মহাপরিচালক টেলিফোন করে উপ-পরিচালককে (ময়মনসিংহ) বলেছেন খাতার পারিশ্রমিক পূর্বের মতো থাকবে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেনই বা আবার হঠাৎ টেলিফোনের মাধ্যমে বাতিল করা হলো তা প্রশ্নাতীত।

বলা আবশ্যক ঃ পরীক্ষার ফিস ২৫/- টাকার স্থলে ১০০/- টাকা ধার্য করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু বেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তা বাড়েনি। পরীক্ষার ফিস বাড়তি নেয়া হলো; কিন্তু খাতা মূল্যায়নের পারিশ্রমিক কিছুই বাড়ল না। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় বাড়তি টাকা গেল কোথায়? এই দাবি আপামর শিক্ষক মহলের।

তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিষয়টির আশু সুরাহা করলে শিক্ষক মহল উপকৃত হবে।

বাংলাদেশ সরকারি শিক্ষক সমিতির পক্ষে-

মোসাম্মৎ মাহমুদা খাতুন,
৭৩/এ, নাহা রোড, ময়মনসিংহ।